চুয়াডাঙ্গায় মাদক মামলায় এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় মাদক মামলায় এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ৫ হাজার টাকা জরিমানা। চুয়াডাঙ্গা জেলা ও দায়রা জজ শিমুল কুমার বিশ্বাস আজ রোববার দুপুরে এ রায় দেন।

সাজা পাওয়া ব্যক্তির নাম জালাল মালিথা (৪৬)। তিনি চুয়াডাঙ্গা সূদর উপজেলার কানাপুকুর পাড়ার মৃত আলতাফ হোসেন মালিথার ছেলে ।

আদালত ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা সদরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের একটি দল ২০২১ সালের ২৮ শে মার্চ জালাল মালিথাকে ৮৯৯ বুনোফ্রেইন সহ আটক করে। এ ঘটনায় জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (মোঃ ফিরোজ হোসেন) বাদী হয়ে ওই দিন চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা করেন।

দামুড়হুদায় মাদক মামলায় যুবলীগের সভাপতি গ্রেফতার

দামুড়হুদা মডেল থানার একটি মাদক মামলায় হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আযুব আলী স্বপন’কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার তাকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে থানার এসআই সাইফুল ইসলাম অভিযান পরিচালনা করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার মামলা নং-০৩, তাং- ০৬/০৮/২০২৬ খ্রি. ধারা- ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৬(১) সারণির ১০(ক)/৪১ এর তদন্তে প্রাপ্ত আসামী জয়রামপুর কলোনি পাড়ার মৃত রহিম বক্সের আয়ুব আলী স্বপন (৬০) কে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে

তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামিকে প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, মাদক মামলায় একজনকে গ্রেপ্তার করে গতকালই তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এলাকায় মাদকদ্রব্য, অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার, চোরাকারবারি, মাদক ব্যবসায়ী, দস্যু, ছিনতাইকারী, ডাকাত এবং অন্যান্য অপরাধীদের গ্রেফতারে পুলিশের বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

দর্শনায় মাদক মামলায় ৩ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত ৩ আসামীকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল সোমবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে পৃথক পৃথক অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার বিভিন্ন গ্রামে। এসময় পুলিশ দর্শনা পৌরসভার আজমপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী রবির ছেলে সবুজ(২২), দর্শনা পৌরসভার দক্ষিণচাঁদপুর কোয়ার্টার পাড়ার মৃত্য মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী আব্দুল হালিম(৩২) ও একই গ্রামের দক্ষিণচাঁদপুর বাসষ্ট্যান্ড পাড়ার শহিদুল কবিরাজের ছেলে ইকরামুল হোসেনকে (২৬) নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায় এরা দীর্ঘদিনের মাদক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী। গতকালই তাদেরকে মাদক মামলায় চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় এক আসামির জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে মাদক রাখার অপরাধে মোঃ ফিরোজ রেজা ওরফে সুমনকে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১০(ক) ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এ সাজা প্রদান করা হয়।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৯ সালের এক অভিযানে গাংনী থানার এসআই মোঃ আব্দুল হক ফোর্সসহ সাহারবাটি বাজার এলাকায় দায়িত্ব পালনকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভাটপাড়া ইকোপার্ক গেটের সামনে থেকে ফিরোজ রেজা ওরফে সুমনকে আটক করেন। তার খাকি রঙের প্যান্টের পকেট থেকে ৭ পিস গোলাপি রঙের ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। নথি ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা শেষে আদালত এ রায় দেন। রায় ঘোষণার পর আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে মাদক মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মাদক মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মো: কাবেল হোসেন ওরফে কাবিল (৬০) গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাত সাতটার দিকে তার নিজ বাড়ি হাড়াভাঙ্গা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত কাবিল গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের ফরাজীপাড়া এলাকার মৃত আমির ফরাজীর ছেলে।
গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দী এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দীর নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) আলী শেখ ও সঙ্গীয় ফোর্স গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

কাবেল হোসেন ওরফে কাবিলের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার মামলা ৩৭ নম্বর মামলা, তারিখ ২৯/০৮/১৮ মামলায় কুষ্টিয়ার জেলা ও দায়রা জ্বজ আদালতের বিচারক তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমান করেন। ওই সময় থেকে পলাতক ছিলেন কাবেল হোসেন।

গ্রেফতাকৃত কাবেল হোসেনকে আজ সোমবার সকালের দিকে কুষ্টিয়া আদালতে নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় মাদক মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি ময়না খাতুনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১২র’ সদস্যরা।

গ্রেপ্তারকৃত ময়না খাতুন(৩৭) তিনি কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা পৌরসভার নওদাপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

বুধবার (১৭ জানুয়ারি) সকালে র্যাব-১২ সিপিসি-১ ক্যাম্পের কোম্পানি স্কোয়াড কমান্ডার কিশোর রায় প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, মঙ্গলবার(১৬ জানুয়ারি) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দীর্ঘ ৯ বছর পর ঢাকার সাভার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত আসামি ময়না খাতুন। ২০১৫ সালে ভেড়ামারা থানাধীন নওদাপাড়া গ্রামস্থ মনোয়ারা বেগমের বাড়ীর সামনে অবৈধ হেরোইন ক্রয়/ বিক্রয়কালে গ্রেফতার হন ময়না। উক্ত ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ভেড়ামারা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং-১, ২০১৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ধারা-১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) এর মামলার বিচারিক কার্যক্রম শেষে ২০২১সালের ২৮নভেম্বর কুষ্টিয়া অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত-১ এর বিচারক আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ১বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা প্রদান করে।

রায় ঘোষণার আগে থেকেই জামিনে বের হয়ে ময়না খাতুন আত্মগোপনে চলে যায়। পরে প্রথম স্বামীকে তালাক দিয়ে আবারও বিয়ে করে দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে ঢাকার সাভার এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করে আসছিলেন।

ময়না খাতুনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার পর থেকেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় র্যাবের গোয়েন্দা দল আসামিকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। মঙ্গলবার (১৬ জানুয়ারি) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দীর্ঘ ৯ বছর পর ঢাকার সাভার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়।

ঝিনাইদহে মাদক মামলায় একজনের যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহে মাদক মামলায় কামরুল ইসলাম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। আজ সোমবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে সিনিয়র দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এ দন্ডাদেশ প্রদান করেন। যাবজ্জীবন প্রাপ্ত আসামী কালীগঞ্জ উপজেলার কাশিপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৭ সালের ৭ জুলাই তারিখে গোপন

সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে কালীগঞ্জ উপজেলার কাশিপুর গ্রামে কামরুল ইসলামের বাড়িতে ফেন্সিডিল ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে কামরুল পালিয়ে গেলেও বাড়িতে তল্লাশী করে ৬০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। পরে ওই দিনই পুলিশ বাদী হয়ে মাদক দ্রব্য আইনে কামরুল ইসলামের বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করে।

পুলিশ তদন্ত শেষে ২০১৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আসামী কামরুল ইসলামের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট দাখিল করে। দীর্ঘবিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত আসামীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানাসহ যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনাতে মাদক মামলায় এক নারীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় মাদক মামলায় দর্শনা আকন্দবাড়িয়া ফার্মপাড়ার রাশিদা খাতুন (৬৪) নাম এক নারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরা এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ বহস্পতিবার (১২ অক্টাবর) দুপুরে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-১ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক হুমায়ুন কবির সরকার আসামীর উপস্ততিতে এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত রাশিদা খাতুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজলার আকুদবাড়ীয়া ফার্মপাড়ার রবিউল ইসলামর স্ত্রী।

মামলার বিবরণ জানা যায়, ২০১২ সালের ১লা আগস্ট সকালে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল চুয়াডাঙ্গা সদর উপজলার আকন্দবাড়ীয়া ফার্মপাড়ার রাশিদা খাতুনের বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় তার বসত ঘরের একটি স্টীলের বড় বাক্স রক্ষিত প্লাস্টিকের বস্তায় লুকিয়ে রাখা অবস্থায় ৫০ বোতল ভারতীয় অবৈধ ফেন্সিডিল

উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক লাকিয়া খানম বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করেন। চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অফিসের উপ-পরিদর্শক মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল হান্নান একই বছরের ১০ই সেপ্টম্বর রাশিদা খাতুনকে অভিযুক্ত করে আদালতে তদন্ত প্রতিবদন দাখিল করেন।

৬ জন সাক্ষীর মধ্য ৫ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-১ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক হুমায়ুন কবির সরকার আসামীর উপস্থিতে উল্লেখিত রায় ঘোষনা করেন।

চুয়াডাঙ্গায় মাদক মামলায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় মাদক মামলায় একজনের যাবজ্জীবন সেই সঙ্গে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায় আরো ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-২ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মাসুদ আলী। রবিবার (১ অক্টাবর) দুপুরে এ রায় ঘোষনা করা হয়।

কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী হলো চুয়াডাঙ্গা সদর উপজলার আলুকদিয়া গ্রামের রবিউলের ছেলে লালন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২১ সালের ৬ জুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়া গ্রামের রবিউলের ছেলে লালনকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্টরা ৮৪ পিস বুপ্রেনরফাইন এ্যাম্পুলসহ আটক করে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই আবুল কালাম আজাদ বাদী হয়ে ২ জনকে অভিযুক্ত করে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত শেষে ২ জনকে আসামী করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। স্বাক্ষী গ্রহণ শেষে সন্দেহতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় এ রায় ঘোষণা করা হয়। দুই জন আসামীর মধ্য লালনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হলেও অপর আসামী আযুব আলীক বেকসুর খালাস

মেহেরপুরে মাদক মামলায় দুই ব্যক্তির দণ্ড

মেহেরপুর পৃথক দুটি মাদক মামলায় অপরাধ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও অর্থদন্ড প্রদান করেছে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ’র আদালত। একই সাথে আসামিরা পলাতক থাকায় তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির নির্দেশ প্রদান করেন আদালত।

দণ্ডিতরা হলেন, মেহেরপুর পৌরসভার চক্রপাড়া আঃ জলিলের ছেলে মোঃ রাজু ও নতুন পোস্ট অফিসপাড়া এলাকার মৃত ইউনুসের ছেলে মোঃ জনি।

মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ১ম আদালতের বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ’র আদালত এই রায় দেন।

আদালত সুত্রে জানা গেছে, জি,আর ৪০০/২১ নম্বর মামলার আসামি মো. রাজুকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায় আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং অপর একটি জি,আর ১৬/১৮ মামলার আসামী মো. জনি কে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছেন আদালত।